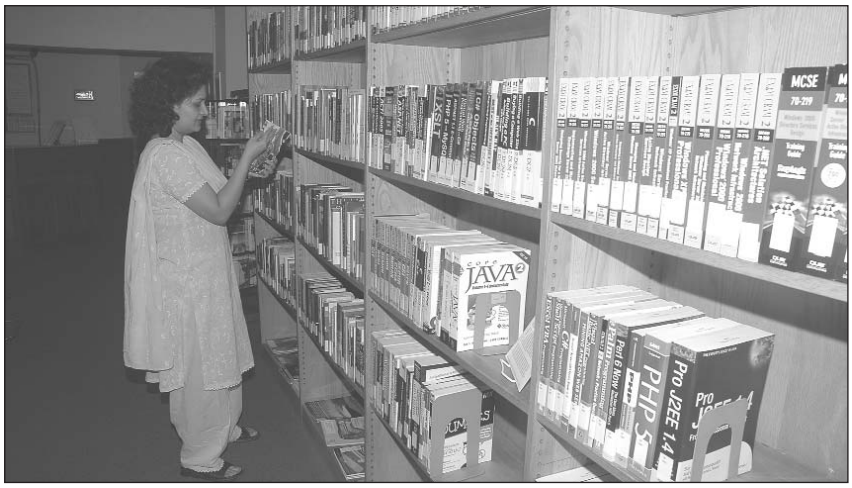

ইউসিস এখন আমেরিকান সেন্টার লাইব্রেরি

ïa eB bq, fvlv wk¶v, cvgvY¨wPÎ c`kbxmn w` Av‡gwiKvb †m›Uvi jvB‡ewii i‡q‡Q bvbv MVbgLx Kvhµg| e¨w³ ev cwZôvb †h †KD m`m¨ n‡Z cv‡i GB cYv½ jvB‡ewii... wj‡L‡Qb i“ûj Zvcm

এয়ারপোর্ট রোড থেকে বনানীর ২৭ নম্বর রোডে ঢুকতেই হাতের বাম পাশে পড়বে দি আমেরিকান সেন্টার। এই সেন্টারের ভেতরেই সম্প্রতি নবরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে দি আমেরিকান সেন্টার লাইব্রেরি। লাইব্রেরিতে প্রবেশমাত্রই যেকোনো পাঠকের দৃষ্টি কেড়ে নেবে ভেতরের মনোরম পরিবেশ, যেখানে সাজানো রয়েছে আমেরিকান স্টাডিজ, আমেরিকান গল্প-উপন্যাস, কম্পিউটার, ব্যবসা ও ব্যবস্থাপনাসহ নানা রকমের বই। সেই সঙ্গে লাইব্রেরিতে রয়েছে ভাষা সংক্রান্ত অডিও টেপ ও সিডি রম ছাড়াও চলচ্চিত্র ও প্রামাণ্যচিত্রসহ ৮০টির অধিক সাময়িকী ও বেশ কিছু সংবাদপত্র। এমন সব মূল্যবান সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ করে দেয়ার পাশাপাশি কর্তৃপক্ষ তৈরি করেছে পাঠযোগ্য পরিবেশ, যা সচরাচর চোখে পড়ে না অন্যান্য লাইব্রেরির ক্ষেত্রে।

এসব সুযোগ ছাড়াও দি আমেরিকান সেন্টার লাইব্রেরি নিয়েছে নানা উদ্যোগ। তথ্য ও প্রযুক্তির যুগে এ দেশের পাঠককে আধুনিক ও মননশীল জ্ঞান অর্জনের সুযোগ করে দিয়েছে সহজলভ্য লাইব্রেরির সদস্য পদের মাধ্যমে। দি আমেরিকান সেন্টার

‘আমেরিকান সাহিত্য থেকে শুরু করে সব বিষয়ের অনেক মূল্যবান বইপত্র ও প্রমাণ্যচিত্র আমাদের কাছে আছে। যা অন্য লাইব্রেরিতে নেই’

মাহতাব উদ্দিন আহমেদ
পরিচালক, ইনফরমেশন রিসোর্স সেন্টার

সাপ্তাহিক ২০০০ : দি আমেরিকান সেন্টার লাইব্রেরির যাত্রার শুরুটা কিভাবে?

মাহতাব উদ্দিন আহমেদ : ১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা মতিঝিল থেকে বনানীতে আসি। তখন আমরা এখানে ছোট আকারে রেফারেন্স লাইব্রেরি শুরু করি। আমাদের ধারণা ছিল ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া যতো প্রসারিত হয়েছে এবং এর যা রিসোর্স তাতে হয়ত প্রিন্টিং মিডিয়ার প্রতি চাহিদা কমে গেছে। কিন্তু বইয়ের চাহিদা যে রয়েই গেছে তা আমরা বুঝেছি অনেকেই যখন বিভিন্ন তথ্যের জন্য আমাদের কাছে এসেছেন। এ ধারণা পরবর্তীতে পাল্টে গেল পাঠকের তথ্য সংগ্রহের আগ্রহ দেখে। অনেকেই আমাদের সংরক্ষিত তথ্য সংগ্রহের জন্য সহযোগিতা চাইলেন। তখন আমরা ভাবলাম এখানে যদি পূর্ণাঙ্গ লাইব্রেরি শুরু করতে পারি তবে ভালো হয়। লাইব্রেরি থেকে আগ্রহী তথ্য সংগ্রাহকরা উপকৃত হবেন এই ভাবনা থেকে এবং আমাদের এই এরিয়ার ইনফরমেশন রিসোর্স অফিসার রেবেকা ম্যাকডাফ এবং স্টেট বিভাগের পরিচালক ল্যারি সোয়াশের যৌথ উদ্যোগের কারণেই দি আমেরিকান সেন্টার লাইব্রেরি পূর্ণাঙ্গ লাইব্রেরিতে আত্মপ্রকাশ করে। এছাড়া এই লাইব্রেরি গড়ে ওঠার ব্যাপারে যাদের অবদান রয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন লাইব্রেরিয়ান রফিক হোসেন, নার্গিস জাফর, নূরুল আমিন, শামসুল আলম, ûgvqb কবীর, ফরহাদ হোসেনসহ অনেকেই।

সাপ্তাহিক ২০০০ : যাত্রা শুরুর পর থেকে পাঠকের সাড়া কেমন পাচ্ছেন?

মাহতাব উদ্দিন আহমেদ : আমরা অল্প কিছুদিন ধরে যাত্রা শুরু করেছি, যার জন্য পাঠক কিছুটা কম। যারা তথ্য নিয়ে কাজ করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সরকারি কর্মকর্তা, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা অনেকেই আসছেন। তারা আমাদের লাইব্রেরি ব্যবহার করছেন। তাদের আমরা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করছি। তারা এখান থেকে সর্বাধুনিক তথ্য সংগ্রহ করতে পারছেন। তারা ছাড়াও যে সাধারণ পাঠক আসছেন না তা নয়। তবে সবে শুরু করেছি, আশা করি

লাইব্রেরির সদস্য বাংলাদেশের যে কোনো নাগরিক অথবা প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে পারবে। ব্যক্তিগতভাবে সদস্য হতে হলে ষোল বছর বা তার উপরে যে কেউ ৫০০ টাকা ভর্তি ফি জমা দিয়ে ফরম পূরণের মাধ্যমে ভর্তি হতে পারবে। যদি কোনো প্রতিষ্ঠান লাইব্রেরির সদস্য হতে চায় তাহলে তাদের দিতে হবে সদস্য ফি ২ হাজার টাকা। আর প্রতিষ্ঠানটি যদি অলাভজনক হয় তবে তার জন্য ভর্তি ফি ধার্য করা হয়েছে ১ হাজার টাকা। সদস্য হলে তিনি বাড়িতে বই নেয়ার সুযোগ- সুবিধা ছাড়াও পাবেন ইন্টারনেটে আমেরিকান থার্সডে ও আমেরিকান ফিল্ম শো এবং রেফারেন্স সহায়তার মতো আমেরিকান সেন্টারের অনুষ্ঠানগুলোতে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে নাম নিবন্ধীকরণের সুযোগ। বড়দের পাশাপাশি লাইব্রেরিতে রয়েছে শিশুদের কর্নার। এখানে শিশুদের উপযোগী বইপত্রও রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সদস্য অভিভাবকের সঙ্গে বই সংগ্রহ করতে পারবে শিশুরা। পাঠকরা লাইব্রেরি ব্যবহার করতে পারবেন রবি থেকে মঙ্গলবার সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত। আর বুধবার সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত। উল্লেখ্য, দি আমেরিকান সেন্টার লাইব্রেরি উৎসর্গ করা হয়েছে প্রয়াত লাইব্রেরিয়ান হুমায়ূন কবীরের নামে। আজকের দি আমেরিকান সেন্টার লাইব্রেরি,

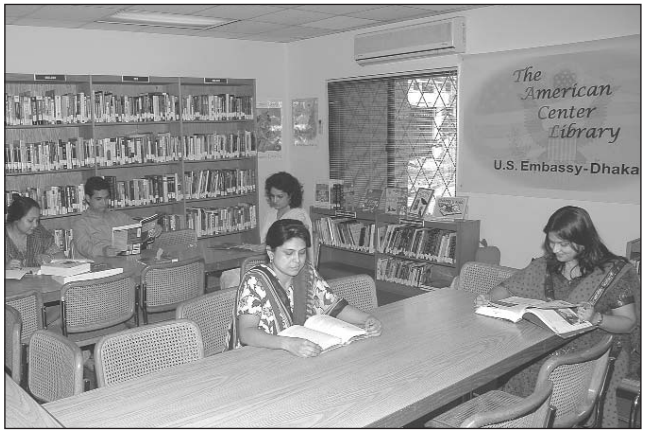

নিরিবিলি পরিবেশ সহজেই মন কেড়ে নেয় পাঠকদের

যা আগে ছিল ইউসিস লাইব্রেরি।

সেই ইউসিস লাইব্রেরির নতুন এবং সমৃদ্ধিভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে আমেরিকান সেন্টার লাইব্রেরিতে। ১৯৫১ সালের অক্টোবরে রাজধানীর হাটখোলায় একটি দোতলা ভবনে আমেরিকান লাইব্রেরি প্রথম যাত্রা শুরু করে। একটি তথ্যসমৃদ্ধ লাইব্রেরি হিসেবে প্রথম থেকেই শিক্ষার্থী, শিক্ষক, গবেষক, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং নীতিনির্ধারকদের কাছে পরিচিতি লাভ করে। ইউসিস লাইব্রেরি এখানে কয়েক বছর থাকার পর জাতীয় প্রেস ক্লাবের বিপরীতে তোপখানা রোডে স্থানান্তরিত হয়। সে সময় লাইব্রেরির সংগ্রহে বই ছিল ১৪ হাজার। পাঠকের আগ্রহের কারণে ইউসিস লাইব্রেরি রাজধানীর গন্ডি পেরিয়ে চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ, রংপুর, রাজশাহী এবং বরিশালে শাখা বিস্তার করে। তবে নানা প্রতিকূলতার কারণে '৭০-এর দশকে এসে লাইব্রেরির এসব শাখা বন্ধ হয়ে যায়। ঐ সময়ে ইউসিস লাইব্রেরি প্রথমে ধানমন্ডি এবং পারে মতিঝিলের জীবনবীমা ভবনে স্থানান্তরিত হয় তোপখানা রোড থেকে। এরপর '৯৭ সাল থেকে আমেরিকান সেন্টারে লাইব্রেরির কার্যক্রম পরিচালিত হয়। তবে ইউসিস লাইব্রেরি বর্তমানের দি আমেরিকান সেন্টার লাইব্রেরি ব্যাপক পরিসরে তথ্য পরিবেশনাসহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করে চলতি বছরের ২১ মার্চ।

ছবি : **সালাহ উদ্দিন টিটু**

পরবর্তীতে আমাদের পাঠক বৃদ্ধি পাবে।

২০০০ : অন্যান্য লাইব্রেরি থেকে আপনাদের বিশেষত্ব কি বলে মনে করেন?

মাহতাব উদ্দিন আহমেদ : যদিও আমরা বলি এটা পাবলিক লাইব্রেরি, তবে আমাদের লাইব্রেরি তো অন্যান্য লাইব্রেরি থেকে কিছুটা আলাদা হবেই। যেহেতু এটা আমেরিকান লাইব্রেরি। যার জন্য আমেরিকান সাহিত্য থেকে শুরু করে শিল্প, সংস্কৃতি সব বিষয়ের অনেক মূল্যবান বইপত্র ও প্রমাণ্যচিত্র আমাদের কাছে আছে। যা অন্য কোনো লাইব্রেরিতে নেই। এ দেশে আমেরিকান স্টাডি অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি দল আছে। তারা কিন্তু এখানে এলে আমেরিকার নানা বিষয় সহজেই খুঁজে পান। আমেরিকান স্টাডি অ্যাসোসিয়েশনের কথা বললাম এ কারণে যে একশ্রেণীর মানুষের আমেরিকা সম্পর্কে জানার আগ্রহ রয়েছে। তারা অ্যাসোসিয়েশন করেছে। অন্যান্য লাইব্রেরিতে হয়ত কিছু কিছু পাবেন।

২০০০ : আপনাদের লাইব্রেরির আর কোনো শাখা আছে কি?

মাহতাব উদ্দিন আহমেদ : না আমাদের কোনো শাখা নেই। তবে আমরা যৌথভাবে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ শুরু করেছি। বিশেষ করে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যে নেই তা নয়। যারা সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করতে আগ্রহী এবং যাদের নিজস্ব লাইব্রেরি রয়েছে অথবা লাইব্রেরি সেবা দিতে আগ্রহী তাদের সঙ্গেই কাজ করছি। এদের মধ্যে রয়েছে চট্টগ্রাম ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি এবং সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে দুটি কর্ণার। আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে ঢাকার বাইরে বিভিন্ন শহরের যেসব প্রতিষ্ঠান আমাদের সঙ্গে কাজ করতে চায় তাদের সঙ্গে আমরা কাজ করব।

২০০০ : আপনাদের সংগ্রহে কি শুধু বই আর প্রামাণ্যচিত্রই রয়েছে?

মাহতাবউদ্দিন আহমেদ : আমাদের সংগ্রহে শুধু বই, প্রমাণ্যচিত্রই নেই। আমাদের এখানে সদস্য হলে যে কেউ ইন্টারনেটে কাজ করতে পারবে। আমাদের এখানে জেলগেট, লেক্সিস নেক্সিস, অনলাইন ডাটাবেজের এগুলো পুরো টেক্স পাঠকের জন্য সহজলভ্য। আমাদের এখানে ইংরেজি ভাষা শেখার জন্য ভালো কিছু ভিডিও রয়েছে। যা থেকে যে কেউ সহজে ভালো আমেরিকান ইংরেজি শিখতে পারবে। আমাদের এখানে ভালো ফিচার ফিল্ম রয়েছে। আমরা প্রতি বৃহস্পতিবার এই লাইব্রেরির উদ্যোগে ফিল্ম শো'র আয়োজন করি। এখানে আলোচনা অনুষ্ঠান হয় নিয়মিতভাবে। এসব আলোচনায় প্রাধান্য পায় আমেরিকার বিভিন্ন বিষয়। যেমন আমেরিকান সংস্কৃতি, সাহিত্য, মিউজিক প্রভৃতি। আমাদের বিশ্বাস এগুলো অবশ্যই সদস্যদের জ্ঞানের পরিধি বিকাশে সহায়তা করবে।

২০০০ : আপনাদের লাইব্রেরি নিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি?

মাহতাব উদ্দিন আহমেদ : লাইব্রেরি নিয়ে আমাদের বড় ধরনের পরিকল্পনা রয়েছে। আমি মনে করি এ দেশের আপামর জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম হলো লাইব্রেরি। যার জন্য জনসাধারণের স্বার্থেই লাইব্রেরি নিয়ে আরো কাজ করতে চাই। বিভিন্ন অঞ্চলে আমাদের লাইব্রেরির কর্নার খোলার মধ্য দিয়ে তাদের তাৎক্ষণিক তথ্য পৌঁছে দিতে চাই। এ কাজটা করতে পারলে দুই পক্ষেরই উপকার হবে। বুক প্রোগ্রামের মাধ্যমে বেশ কিছু ভালো বই অনুবাদ করেছে অ্যারোকা সেন্টার। এ ধরনের হয়ত ভালো বই অনুবাদের পরিকল্পনা রয়েছে। আমি মনে করি এই লাইব্রেরি যেসব তথ্য জানা সম্ভব হয় না তা সহজে জানার সুযোগ করে দিয়েছে।